যুগান্তর

তারিখ 2 3 JUN 2010
পৃষ্ঠা … কলাম …

ছাত্রলীগের সন্ত্রাস চলছেই

ঘটনার জন্য যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ ক্যাম্পাসে উত্তেজনা প্রশমনে যা যা করা দরকার, সবই করতে হবে।

আবার অশান্ত হয়ে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। সেই চিরচেনা সংকট। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে ছাত্রলীগ চায় ক্যাম্পাস ছাত্রদলমুক্ত থাকুক, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ছাত্রদল চায় ছাত্রলীগমুক্ত ক্যাম্পাস। এবারও তাই ঘটল। ছাত্রদল নেতাদের বারণ করে দিয়েছিল ছাত্রলীগ, তারা যেন ক্যাম্পাসে না আসে। ছাত্রদল নেতাকর্মীরা সেই নিষেধ শুনবে কেন? চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজয়ের পর তারা আগের চেয়ে বেশি উজ্জীবিত হয়েছে। ছাত্রলীগ নেতাদের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ২১ জুন তারা অবস্থান নিয়েছিল মধুর ক্যান্টিনে। এরপর যা হওয়ার তাই হয়েছে। ছাত্রলীগ কর্মীরা লাঠি-রড-পাইপ হাতে অতর্কিত হামলা চালায় তাদের ওপর। বেধড়ক পিটুনিতে কমপক্ষে ৩০ ছাত্রদল কর্মী আহত হন, যাদের মধ্যে কয়েকজনের জখম মারাত্মক। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার কারণে চিরাচরিত নিয়মে অদূরেই দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ ছিল নিষ্ক্রিয়। ঘটনার পর ছাত্রদল নেতারা ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগসহ কয়েক দফা দাবি উত্থাপন করে বলেছেন, দাবি মানা না হলে ১ জুলাই থেকে তারা লাগাতার ধর্মঘটে যাবেন। একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দেশ এগিয়ে চললেও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এমনকি পার্লামেন্টেও খুব একটা দেখা যায় না দেশে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সঙ্কট আরও তীব্র। পেরেন্ট সংগঠন ক্ষমতায় বসতে না বসতেই ছাত্রলীগ যেমন, ছাত্রদলও তেমনি প্রতিপক্ষকে হলগুলো থেকে উচ্ছেদ অভিযানে নেমে যায়। অবস্থা কখনও কখনও এমন হয় যে, কোন কোন ছাত্রনেতা বা কর্মী পরীক্ষার হলে পর্যন্ত যেতে সাহস পান না। বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ছাত্রলীগ এখন পর্যন্ত যা করেছে, তা বেপরোয়াপনার চূড়ান্ত বলা যায়। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সরকারের ভাবমূর্তিও নষ্ট করেছে অনেকটাই, যার কিছুটা টের পাওয়া গেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে তার প্রতিকারের জন্য পৌনঃপুনিকভাবে পরামর্শ দিয়েছেন সরকারকে। কেউ কেউ কিছুদিনের জন্য হলেও সংগঠনটির কার্যক্রম বন্ধ রাখার কথাও বলেছেন। কিন্তু হা-হতোস্মি। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের টনক সামান্যও নড়েনি তাতে। আশংকাটা সম্ভবত এমন যে, ছাত্রলীগের কার্যক্রম বন্ধ রাখলে সেই সুযোগে যদি ছাত্রদল শক্তিশালী হয়ে ওঠে! গত নির্বাচনে মহাজোটের যে বিপুল বিজয়, তাতে ছাত্রলীগের অবদান খুবই সামান্য। বস্তুত ছাত্ররাজনীতির কোন কার্যকর প্রভাব নেই ভোটার মানসে। তবু কেন এই অন্ধ সংগঠনটির ওপর এত নির্ভরতা বোঝা দায়। আমরা চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ শান্ত থাকুক। প্রকৃত শিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক স্বার্থের ব্যাটলফিল্ডের শিকার হতে পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেই সত্তর-আশির দশকের সেশনজট থেকে মুক্ত অনেকটাই। পৌনঃপুনিক সংঘর্ষ, ধর্মঘট ইত্যাদির কারণে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সময় দীর্ঘায়িত হোক— এটা কেউ-ই চাইবে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ক্যাম্পাসের শৃংখলার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে সেগুলো দ্রুত কার্যকর করতে হবে। ২১ জুনের ঘটনার জন্য যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ ক্যাম্পাসে উত্তেজনা প্রশমনে যা যা করা দরকার, সবই করতে হবে। সরকারের জন্য একটাই পরামর্শ— কিছু করার সময় এখনও শেষ হয়নি। ইট ইজ বেটার লেট দ্যান নেভার।